পদ্মায় ফেরিডুবি: ৬ জনকে জীবিত উদ্ধার

মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথে রজনীগন্ধা নামে একটি ফেরি ডুবির ঘটনা ঘটেছে। নদীতে নোঙর করা অবস্থায় ফেরিটি ডুবে যায়। এখন পর্যন্ত ৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে পদ্মায় আস্তে আস্তে ফেরিটি ডুবে যেতে থাকে। এসময় ফেরিতে থাকা যাত্রীদের চিৎকার শোনা যায় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

দুর্ঘটনার পর ছয়জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো নিখোঁজ আছেন ফেরিটিতে থাকা অনেক যাত্রী। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

দুর্ঘটনা সংবাদ পেয়ে শিবালয় থানা থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও পুলিশ উদ্ধার কাজে যোগ দেয় বলে জানিয়েছেন শিবালয় থানার ফায়ার সার্ভিসের প্রধান মজিবুর রহমান।

তিনি বলেন, বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ৫ নম্বর ঘাট এলাকার কাছাকাছি রজনীগন্ধা নামে একটি ফেরি ডুবে গেছে।

মেহেরপুরে বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার, কিন্তু বোমাটি ছিলো নকল

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে একটি একতলা বাড়ির ছাদ থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানায় পুলিশ। উত্তেজনা পূর্ণ দিন অতিবাহিত করার পর রাতে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এসে জানালো নকল বোমা।

গতকাল শুক্রবার (১লা ডিসেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে (৩:৩০) গোপন

খবরের ভিত্তিতে পিরোজপুর পুলিশ ফাড়ির সদস্যরা পিরোজপুর বাজার পাড়ার নইমুদ্দিনের ছেলে মোঃ মিঠুন (২৫) এর একতলা বসতবাড়ীর ছাদে বোমা সাদৃশ্য বস্তু থাকায় অভিযোগে বাড়িটি ঘিরে রেখেছিলো।

পিরোজপুর পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক অনুসন্ধানে ঘটনাটির সাথে মিঠুনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যগণ ঘটনাস্থলে এসে বাড়ির দরজা খুলতে বললে বাড়ির সদস্যগণ গেইট খুলে দেয়। এরপর বাড়ির ছাদে গেলে একটি সিমেন্টের ব্যাগে লালটেপ প্যাচানো অবস্থায় ২ টি বোমাসদৃশ কৌটা ও পত্রিকার কাগজে মোড়ানো অবস্থায় ১ টি অজ্ঞাত বস্তু দেখতে পেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করলে র্যাবের একটি বিশেষ দল এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে ঘটনাস্থলে আসার আহ্বান জানায়।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘উদ্ধারকৃত বস্তুু দুটি বোমা কি না নিশ্চিত হতে পরীক্ষা- নিরীক্ষার প্রক্রিয়া চলছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

গাংনী র্যাব সিপিসি-১২ ক্যাম্পের কমান্ডার সরকারি পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আমাদের টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসেছে। বোমাটি সেখানেই পুলিশ ঘির। যশোর থেকে বোমা ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা আসছেন। এরপর বিস্তারিত বলা যাবে। ‘

সন্ধ্যায় বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের টিম এসে পরিক্ষা নিরিক্ষা করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসব্রিফিং করে জানায় উদ্ধারকৃত বোমা সদৃশ্য বস্তু গুলি নকল বোমা।

মেহেরপুর থেকে নিখোঁজ চিকিৎসক

নেত্রকোনায় অচেতন অবস্থায় উদ্ধার

নিখোঁজের তিন দিন পর নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ থেকে অচেতন অবস্থায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার ফরহাদ হোসেন পাভেলকে উদ্ধার করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে হাসপাতালের ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার ফরহাদ হোসেন পাভেল ১৩ নভেম্বর তারিখ থেকে নিখোজ ছিলেন।

১৩ ই নভেম্বর তার ইমারজেন্সি ডিউটি থাকলেও তিনি ডিউটি অন্যের সাথে সমন্বয় করেছিলেন। এর পর থেকে তার আর কোন খোঁজছিল না। ১৪ তারিখে তার ডিউটি না থাকাই বিষয়টি কারো নজরে আসেনি।

বুধবার ১৫ই নভেম্বর তিনি তার কর্মে যোগ না দিলে বিষয়টি সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসারের রুমে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি পায়। তার খোঁজ না পেয়ে পরিবারের সদস্য সাথে যোগাযোগ করলে পরিবার থেকেও জানানো হয় তাদের সাথে কোন যোগাযোগ হয়নি।

পরিবার এবং মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপারসহ ডিএসব, ডিবি ও এনএসআইকে জানাই। একপর্যায়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানতে পারে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ফরহাদ হোসেন নামে এক ব্যক্তি অচেতন অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মেহেরপুরের ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ জমির মোহাম্মদ হাসিবুর সাত্তার বলেন, ‘ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার ফরহাদ হোসেন পাভেলের মিসিং এর বিষয়টি অবগত হওয়ার মাত্র তার পরিবার সহ পুলিশ সুপার, ডিবি ডিএসবি ও এনএসঅই এর সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি। তার সন্ধান পাওয়া গেছে। নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে অবস্থায় পেয়ে মোহনগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তাকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে আমি নেত্রকোনা সিভিল সার্জন এর সাথে কথা বলেছি। সেখানকার চিকিৎসকরা মনে করছেন তাকে নেশা জাতীয় কোন দ্রব্য খাওয়ানো হয়েছে। তবে ফরহাদ হোসেন এখনো অচেতন থাকাতে কিভাবে

তিনি ওখানে গেলেন বা তার সাথে কি হয়েছিল এ নিয়ে তার কোন বক্তব্য নেয়া এখনো সম্ভব হয়নি।

দর্শনা সীমান্তে ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার বার উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি সদস্যরা ২ কেজি ৩৮৪ গ্রাম ওজনের ছোট বড় ৫টি সোনার বার আটক করেছে। তবে এ ঘটনায় বিজিবি কোন চারাচালানীকে আটক করতে পারেনী।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা উপজেলার ঝাঝাডাঙ্গা সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে এই সোনার বারগুলি আটক করে।
চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান (পিএসসি) এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান, সুলতানপুর বিওপির’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ রবিউল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে সীমান্তের মেইন পিলার ৭৯ হতে আনুমানিক ২ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঝাঝাডাঙ্গা ঈদগাহ সংলগ্ন কবরস্থানের পশ্চিম পার্শ্বে আম বাগানের মধ্যে অবস্থান করে। অবস্থান কালে বেলা ১২ টার দিকে সন্দেহজনক ভাবে উক্ত এলাকা দিয়ে একজন ব্যক্তিকে সীমান্তের শূণ্য লাইনের দিকে যেতে দেখলে বিজিবি টহল দল তাকে ধাওয়া করে। বিজিবি’র উপস্থিতি টের পেয়ে উক্ত ব্যক্তি হাতে থাকা সাদা রংয়ের একটি শপিং ব্যাগ ফেলে দ্রুত দৌড়ে পালিয়ে যায়। বিজিবি সশস্ত্র টহল দল ফেলে যাওয়া ব্যাগটি জব্দ করে। জব্দকৃত শপিং ব্যাগটি তল্লাশী করে স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ০৩টি প্যাকেট হতে ০২ কেজি ৩৮৪ গ্রাম (২০৪.৩৯ ভরি) ওজনের ছোট বড় ০৫টি স্বর্ণের বার আটক করতে সক্ষম হয়। এই বারগুলির বাজার মৃল্যে ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা

এ ব্যাপারে নায়েক মোঃ রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা করেছে এবং আটককৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে

জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে সড়কের পাশে থেকে নবজাতক শিশু উদ্ধার

কোটচাঁদপুরে সড়কের পাশে নবজাতক শিশু পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর- তালসার সড়কের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয় বাচ্চাটি। শিশুটি কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

জানা যায়, সোনিয়া খাতুন ও জিনিয়া খাতুন দুই বোন। বৃহস্পতিবার প্রতিদিনের মত সকালে হাটতে বের হয় সড়কে। কিছু দুর যাবার পর কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় চোখে পড়ে বাচ্চাটি। এরপর সোনিয়া কোলে তুলে নেন,ওই নবজাতকটি।

তিনি বলেন,বাচ্চাটি দেখে মনে হচ্ছে,একদিনের বাচ্চা। তাকে পাওয়ার পর অবস্থা একটু খারাপ ছিল। এখন বাচ্চাটি ভাল বলে মনে হচ্ছে। ঘটনাটি এলাকায় জানাজানি হওয়ার পর শতশত মানুষের ভীড় জমে বাচ্চাটি দেখার জন্য সোনিয়ার বাড়িতে।

এদিকে বাচ্চাটির স্বাস্থ্যের অবস্থা জানতে,তাকে দ্রুত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন সোনিয়া। এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক বাচ্চাটি দেখে,ভাল আছে বলে জানান। এরপর তারা বাচ্চাটি নিয়ে বাসায় চলে যান। তবে আইনগত সমস্যার কারনে, বাচ্চাটিকে আবারও কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন তারা।

খবর পেয়ে থানা পুলিশ ও উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছুটে আসেন। তবে বাচ্চাটি না পেয়ে ওই পরিবারটিকে আবারও স্বাস্থ্য নিয়ে এসে ভর্তি রাখার কথা জানিয়েছেন তারা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তারুনী পাশা বলেন, বাচ্চাটি তারা নিয়ে আসেন। এরপর দেখে তাদেরকে ভর্তি

করার পরামর্শ দেয়া হয়। তারা ভর্তি না করে বাড়িতে নিয়ে যান। তবে ওই নবজাতকটি সুস্থ্য আছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

সমাজ সেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম বলেন,উপজেলায় শিশু কল্যান বোর্ড আছে। বাচ্চাটি কাউকে নিতে হলে ওই বোর্ডে আবেদন করেন,আইন মেনে নিতে হবে। যারা বাচ্চাটি পেয়েছেন, তারা ইচ্ছে করলেই রাখতে পারবেন না।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,এই বাচ্চাটি নিতে হলে,আইনগত ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে নিতে হবে।

৪৭টি মোবাইল ও ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দিলো পুলিশ

মেহেরপুরে বিভিন্নভাবে হারিয়ে যাওয়া ৪৭ টি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণা করে নেওয়া ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিলো পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার সময় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের সভাকক্ষে এ উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে মালিকদের কাছে উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন ও টাকা হস্তান্তর করেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৪৭ টি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারিত হওয়া ৯ ব্যক্তির মোট ৯৭ হাজার টাকা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্বার করে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। এসব প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উদ্ধার কৃত মোবাইলগুলোর মধ্যে সদর থানার ১৬টি, গাংনী থানার ১১টি ও মুজিবনগর থানার ২০টি ফোন রয়েছে। এ ছাড়া মেহেরপুর সদর ও

মুজিবনগর থানার আওতায় হওয়া মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদেও মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) কামরুল ইসলাম, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সীমান্ত থেকে ৬ শ গ্রাম ওজনের ৫ টি স্বর্ণের বার উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্ত থেকে ৬০০ গ্রাম ওজনের ৫টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)’র একটি দল।

আজ সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে বাজিতপুর গ্রামের বাজিতপুর-ঝাঝা রোডের ব্রীজের পূর্ব পাশ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এই স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) পরিচালক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি আজ সোমবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় প্রেস রিলিজ দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রেস রিলিজে তিনি জানান, সকাল ১১ টার দিকে বিজিবি’র চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ মেহেরপুর সদর উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বর্ণের একটি চালান বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার হবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার সিগঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বাজিতপুর গ্রামের বাজিতপুর-ঝাঝা রোডের ব্রীজের পূর্ব পার্শ্বে একটি তুলাবাগানের মধ্যে এ্যাম্বুশ করে অবস্থান গ্রহণ করে। আনুমানিক

সকাল ১১ টার দিকে দুইজন ব্যক্তিকে ওই রাস্তার উপর দাড়িয়ে কথা বলতে দেখে বিজিবি দল সন্দেহজনকভাবে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে একজন সাইকেলযোগে পালিয়ে যায় এবং অপরজন ঘাসের মধ্যে একটি ছোট প্যাকেট ফেলে দৌড়ে কর্দমাক্ত মাঠের ভিতর দিয়ে গ্রামের মধ্যে পালিয়ে যায়।

পরবর্তীতে বিজিবি টহলদল ফেলে যাওয়া প্যাকেটটি সংগ্রহ করে তার ভেতরে কার্বন দিয়ে মোড়ানো ও স্কচটেপ দিয়ে প্যাচানো অবস্থায় ৬০০ গ্রাম ওজনের ০৫টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

এই ঘটনায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

দর্শনা সীমান্তে ৪৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার আটক ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন নাস্তিপুর সীমান্ত থেকে প্রায় ৪ কেজি ৬শ গ্রাম ওজনের ছোট-বড় ৪৬টি স্বর্ণের বারসহ আরিফুল ইসলাম (৩০) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি।

আজ রবিবার দুপুর ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের বেলের মাঠের পেয়ারা বাগানের মধ্যে থেকে তাকে আটক করে। আটককৃত চোরাকারবারি পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের মুনজুর আলী বিশ্বাসের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলাম, পিএসসি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলাম পি এসসি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি দর্শনা নাস্তিপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্নের বার পাচার হবে। খবর পেয়ে সুলতানপুর ক্যাম্পের বিশেষ টহল দল সীমান্ত পিলার ৭৮/৬-আর হতে আনুমানিক ৪শ গজ বাংলাদেশের ভিতরে নাস্তিপুর গ্রামের একটি পেয়ারা বাগানে অবস্থান গ্রহন করে। এসময় একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি ঐ এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যাওয়ার প্রাক্কালে বিজিবি সশস্ত্র

টহল দলের উপস্থিতি টেরপেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

এ সময় সুলতানপুর ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার দুলাল হক সঙ্গীয় ফোর্সসহ আরিফুল ইসলামকে আটক করে। তার স্বীকারোক্তিতে দেহ তল্লাশি করে কোমরে পেঁচানো সাদা কাপড় দ্বারা তৈরিকৃত বেল্টের ভিতর থেকে অভিনব কায়দায় লুকানো অবস্থায় ছোট বড় ৪৬ টি স্বর্ণের বার একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। আটক এসব স্বর্ণের বারের আনুমানিক বাজার মূল্য ৪ কোটি টাকা।আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নায়েক সুবেদার দুলাল হক বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন এবং সোনার বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দর্শনায় ৪ হাজার পিছ ভারতীয় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধেী অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেলের নীচ থেকে ভারতীয় ৪ হাজার পিছ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মোটরসাইকেল আটক করেছে।তবে আটক করতে পারেনী দর্শনা মোহাম্মদপুরের মাদক ব্যাবসায়ী মিলন হোসেনকে।

জানাযায় সোমবার দুপুর আড়াইটারদিকে দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা মোহাম্মদপুর মিন্টু মিয়ার বাড়ির সামনে।

এ সময় দর্শনা থানার এসআই খান আঃ রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে দর্শনা মোহাম্মদপুরের আব্দুর সালামের ছেলে মিলন হোসেনকে ধাওয়া করে। পরে মিলন হোসেন এ্যাপাছি আর টি আর মোটরসাইকেল ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ মোটরসাইকেলের সীটের নীচ থেকে ৪ হাজার পিছ ভারতীয় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।তবে গ্রেফতার করতে পারেনী মিলন হোসেনকে।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে মাদক আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করে।

মেহেরপুরে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে ঘরের আড়ায় ঝুলন্ত আরিফুর রহমান ওরফে টুকুল (৩২) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আরিফুর রহমান আশরাফপুর গ্রামের বিলপাড়ার হাফেজ উদ্দীনের ছেলে। সে পেশায় রঙমিস্ত্রি।

আজ শনিবার (১৫ জুলাই) দুপুরের দিকে তার নিজ ঘরের আড়া থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

তিনি জানান, ঘরের আড়ার সাথে আরিফুর রহমানের মরদেহটি ঝুলতে দেখে স্থানীয় সাহেবপুর পুলিশ ক্যাম্পে খবর দিলে পুলিশ গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। পরে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা সে আত্মহত্যা করেছে।